ঢাবি প্রশাসনের সঙ্গে ২৩ ছাত্র সংগঠনের বৈঠক

শিবির থাকায় কয়েকটি সংগঠনের ওয়াকআউট

ঢাবি প্রতিবেদক
১১ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আবাসিক হলে ছাত্র রাজনীতি থাকবে কি না- এ নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে ক্যাম্পাসের ২৩টি ছাত্র সংগঠনের বৈঠক হয়েছে। এতে বিভিন্ন প্রস্তাবনা আলোচনা হয়। তবে ইসলামী ছাত্র শিবিরকে আমন্ত্রণ জানানোয় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ ছাত্রলীগসহ কয়েকটি ছাত্র সংগঠন বৈঠক বর্জন করেছে। বৈঠকটি চলে দুপুর থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। বৈঠক শেষে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন ছাত্র সংগঠনগুলোর শীর্ষ নেতারা।

শিক্ষার্থীদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা প্রণয়ন করবে বলে আশা করেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে ও হল পর্যায়ে ছাত্র রাজনীতির এক ধরনের রূপরেখা প্রয়োজন, যেন এর বাইরে কেউ কিছু না করতে পারে। গেস্টরুম, গণরুম ও অপরাজনীতির সংস্কৃতি যেন না থাকে, সে দাবি জানিয়েছি। প্রশাসনকে অনুরোধ জানিয়েছি, তারা যেন সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতামত নেয়।

তবে হল ও একাডেমিক এরিয়াতে ছাত্ররাজনীতি চান না বলে জানান বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের। তিনি বলেন, আবাসিক হল ও একাডেমিক এলাকায় আমরা রাজনীতি চাই না। শিক্ষার্থীরাও চায় না আগের মতো গেস্টরুম-গণরুম যুগ ফিরে আসুক। শিক্ষার্থীদের এই সেন্টিমেন্টের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হোক।

আলোচনা থেকে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি জানিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক জামাল উদ্দিন খালিদ বলেন, বৈঠকে ক্যাম্পাস রাজনীতি, হল রাজনীতি ও ডাকসু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রস্তাবনা আকারে বিভিন্ন সংগঠন তাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরেছে, সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কিছু ইনপুট নেবে। তবে এটা ছিল প্রাথমিক আলোচনা।

ঢাবি শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি এসএম ফরহাদ বলেন, হলে রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ইয়েস-নো ভোটে মতামত নিতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে হবে।

সংগঠনগুলো উচ্চমাত্রার কিছু পরামর্শ দিয়েছে উল্লেখ করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, বিভিন্ন রকম নিবর্তনমূলক ব্যবস্থার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দীর্ঘদিনের নেতিবাচক ধারণা ও ভীতি আছে। ওই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল

ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে জরুরি ডায়ালগ করছি। সামনে ডাকসু নির্বাচন। আমরা নির্বাচনটা শান্তিপূর্ণভাবে করতে চাই এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যেন আমাদের ছাত্র সংগঠনগুলো মুখোমুখি না হয়, সেটাই চাই। আলোচনা চালিয়ে যেতে চান বলেও উল্লেখ করেন উপাচার্য।

এদিকে ছাত্রশিবিরকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রতিবাদে কয়েকটি ছাত্র সংগঠন বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করেছে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ সাংবাদিকদের বলেন, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ পরিষদ গড়ে উঠেছিল। সেই পরিষদে স্পষ্ট লেখা ছিল যে, এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক, যুদ্ধাপরাধী ও স্বৈরাচারী ছাত্র সংগঠনগুলো ছাড়া ক্রিয়াশীল অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো কাজ করবে। তবে ৫ আগস্টের পর থেকে এই প্রশাসনকে বারবার দেখেছি, একাত্তরের গণহত্যাকারী জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরকে তারা এই ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। আমরা এর প্রতিবাদে ওয়াকআউট করে বেরিয়ে এসেছি।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা বলেন, সভায় ইসলামিক ছাত্রশিবিরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রশাসনের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছি। আমাদের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা ন্যক্কারজনক। এ সময় অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএলের সভাপতি গৌতম শীলসহ গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিল, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীসহ কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।